সংবাদ

তারিখ 14 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

দুই শতাধিক স্কুল কলেজে

মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই পাঠদানের অনুমতি দিয়েছে শিক্ষা বোর্ড

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই দুই শতাধিক স্কুল ও কলেজে পাঠদানের অনুমতি দেয়ার অভিযোগ ওঠেছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে। যদিও শিক্ষা বোর্ড বলছে, শর্ত শিথিল করে এসব প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, শর্ত শিথিলের ক্ষমতা বোর্ডের নেই। এ ঘটনায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষা প্রশাসনে। এসব প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেয়া হয় ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত। গুরুতর এই অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্ত করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সংস্থাটি এই ধরনের অনিয়মের ঘটনার ব্যাখ্যা চেয়ে সম্প্রতি চিঠি দিয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডকে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের কর্মকর্তারা বলেছেন, শর্ত শিথিল করে পাঠদানের অনুমতি দেয়ার কোন এখতিয়ার শিক্ষা বোর্ডের নেই। কাজেই অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে। টানা বছরের পর বছর এ ঘটনা কীভাবে হলো? এর পেছনে কারা আছে- তা খুঁজে বের করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, শিক্ষা বোর্ডের নীতিমালায় বলা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতির জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্যের ডিও লেটারের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হবে। এর পর শিক্ষা বোর্ড সেই প্রতিষ্ঠান (স্কুল-কলেজ) সরেজমিনে পরিদর্শন করে মন্ত্রণালয়ে একটি প্রতিবেদন প্রদান করবে। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের ১৩টি শর্ত (নিজস্ব জমি, অবকাঠামো, অবস্থান ইত্যাদি) পূরণ হলে পাঠদানের অনুমতি দিবে মন্ত্রণালয়। অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষা বোর্ডের কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী নেতাই অনুমতি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

অনুমতি : দিয়েছে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

নামসর্বস্ব বিপুলসংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে বেআইনিভাবে পাঠদানের অনুমতি দিয়েছে। ভুয়া কাগজপত্রের বিনিময়ে এসব প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের স্বীকৃতিতেও এই ধরনের অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে।

এই কেলেঙ্কারির ঘটনায় উদ্বিগ্ন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল সাংবাদিকদের বলেছেন, নীতিমালা ভঙ্গ করে কেউ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দিয়ে থাকলে অবশ্যই তাদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি জানান, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব রুহী রহমান সাংবাদিকদের জানান, মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া পাঠদানের অনুমতির কোন এখতিয়ার শিক্ষা বোর্ডের নেই। অনুমতির জন্য মন্ত্রণালয়ের একটি কমিটি আছে, যে কমিটি নির্দিষ্ট সময় পর পর বৈঠকে বসে অনুমতির কাজ করে।

শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, নিজস্ব জমি ও অবকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দুই শতাধিক প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এগুলোর নেই কোন অবকাঠামো, নিজস্ব জমি। শিক্ষা বিস্তারের নামে এগুলোতে চলছে শিক্ষা ব্যবসা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব গৌতম কুমার সাংবাদিকদের জানান, এ সব অনিয়ম বন্ধ করতে বিদ্যমান আইন আরও কঠিন করা হচ্ছে। যারা অবৈধভাবে পাঠদানের অনুমতির সঙ্গে জড়িত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত ২০০৩ সালের আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জানা গেছে, সম্প্রতি দুদকের উপ-পরিচালক আবদুছ ছাত্তার সরকারের স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া পাঠদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে এরকম সব প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাসহ সব কাগজপত্র জমা দিতে বলা হয়েছে শিক্ষা বোর্ডকে।

ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, 'অনুমোদন ব্যতীত পাঠদানের অনুমতি এবং পরবর্তীতে মাউশি কর্তৃক এমপিও প্রদানের অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে সব কাগজপত্র পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।' পরে এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব শাহেদুল খবীর চৌধুরীর স্বাক্ষরিত একটি ব্যাখ্যা পাঠানো হয় দুদকে। ব্যাখ্যায় বলা হয়- 'বোর্ডের আওতাধীন নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজের পাঠদানের অনুমতি ও স্বীকৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সম্পাদন করে থাকে। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন হয় না। তবে মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের স্বীকৃতি প্রদানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।' এ বিষয়ে দুদকের উপ-পরিচালক (তদন্ত-১) আবদুছ ছাত্তার সরকার সাংবাদিকদের বলেন, 'অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার পর আমরা তাদের কাছে সব নথি চেয়েছি। তারা নথি না পাঠিয়ে বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত সচিবের স্বাক্ষরিত একটি চিঠি দিয়েছেন। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখন পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'